ব্যাক ভিউ মিরর-এ একটি মুখ

প্রশান্তি মুখোপাধ্যায়

বাকচর্চার গর্ভগৃহে শ্যামলবরণ এমন একজন মানুষের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিল যিনি আমার সযত্নধারণালালিত মিথকে ভুল প্রমাণ করলেন। আমার ধারণা ছিল, আমাদের চক্রে একমাত্র শ্যামলবরণই মৃদুভাষী। সদ্য পরিচিত দীপ সাউ সেই মিথ ভাঙলেন। ধীরস্থির মানুষটিকে প্রথমদিন থেকেই দেখেছিলাম কর্মতৎপর ও একশো শতাংশ দায়িত্ববান। তেইশ বছর আগের কথা।

ক্রমশ ঘনিষ্ঠ হই দীপদার। বর্তমানে সাহিত্য চর্চার আঙ্গিনায় আমার ভূমিকা অনেকটা তোলাবাজদের মত। এ রসের প্রকৃত যোগানদারেরা যখন তাঁদের ভিয়েন নিয়ে ব্যস্ত, আমি উন্মুখ থেকেছি শুধু রসটুকু ষোল আনার উপর আঠারো আনা বুঝে নিতে। এই প্রক্রিয়ায় যা দু-এক ছত্র প্রসব করেছি তা ঘর্ষণজনিত প্রজননক্রিয়ার ফল। কেন জানি না দীপদা পছন্দ করতেন, উৎসাহ দিতেন। বর্ধমান শহরে সাহিত্যচর্চার নীরব পুরোহিতদের একজন এই দীপদা কবিতার বই প্রকাশে ইচ্ছুক কিন্তু অক্ষমদের ব্যপারে ব্যাকুল থেকেছেন দেখেছি। সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতির যে-কোন উদ্যোগে ন্যস্ত দায়িত্ব একশো শতাংশ নিষ্ঠা দিয়ে পালন করেছেন, মাঝে মধ্যে শরীর ব্যতিব্যস্ত করা সত্ত্বেও। শুভ্রাবৌদির বানানো ফ্লাস্ক ভর্তি গরম কফি বিস্কুট ও কাপ নিয়ে আসতে দীপদা কখনই ভুলতেন না।

ব্যাক ভিউ মিররে একটা মুখ। কাঁচাপাকা একগোছা চুল দমকা হাওয়ায় এলোমেলো। তর্জনী ও মধ্যমার আলতো ছোঁয়ায় বিন্যস্ত করার চেষ্টা। চশমার আড়ালে একজোড়া উজ্জ্বল মায়াবী চোখ। সাফল্যের হাসি ঝুলছে ঠোঁটে। আমার বাইকের সওয়ার মানুষটিকে নিয়ে চলেছি ওনার সাধনপুরের আস্তানায় ছাড়তে। সে কী আপত্তি। 'কেন কষ্ট করে যাবেন আপনি, আমি ঠিক চলে যাব।' নাছোড়বান্দা আমি, কোন কথা শুনিনি সেদিন। শুনলে ব্যাকভিউ মিররের উপযোগিতাটা মিথ্যা হয়ে থাকত।

ঘরোয়া আড্ডায় আলোচনা চলতে চলতে প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে চলে যেতেন। শাখা থেকে প্রশাখা থেকে শাখান্তরে। মুক্ত বিহঙ্গের মত। হবেই তো। দীপদা কতটা পক্ষী বিশারদ ছিলেন জানি না, পাখি যে তাঁর আগ্রহের ব্যাপার ছিল তা অবশ্যই জানতাম। সেলিম আলিতে দীপদার সিরিয়াস আগ্রহ ছিল।

আমার পেশাগত বিপর্যয়ের খবর পেয়েছিলেন। অবশ্যই শ্যামলবরণের কাছে। একদিন বাসায় ডেকে নিলেন। অবসরের কিনারায় তখন। বললেন, 'মিজোর একটা পলিসি করে দিন'। বিস্ময়াবিষ্ট আমি মৃদু সংশয় প্রকাশ করেছিলাম। পরে আবার শুভ্র বৌদিরও একটা পলিসি করান ওঁরা। আমি এরফলে নানাভাবে উপকৃত হই। কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপনে ওঁদের ছোট করাই হবে। তাই শুধু মাথা নীচু করে অভিবাদন জানাই।

বাইকে সওয়ার আমার ব্যকভিউ মিরারে সেই মনলোভা দৃশ্যের অবতারণা আর হয়তো হবে না। আমার স্মৃতিচারণার অনুরোধ নিয়ে যখন শ্যামলবরণের ফোন এল, আমি তখন এক ট্রাফিক আইল্যান্ডে সবুজ সংকেতের অপেক্ষায়। মাইকে ভাসছে– দূরে কোথাও দূরে দূরে...